www.BANGLAKITAB.com

মওদূদীবাদের স্বরূপ

মাওলানা মুতীউর রাহমান খান
ফাযিল, দারুল উলূম দেওবন্দ
তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী

www.BANGLAKITAB.com

মওদূদীবাদের স্বরূপ

রচনায় ঃ মাওলানা মুতীউর রাহমান খান
তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী

প্রকাশক ও পরিবেশক ঃ মুসলিম যুব সমাজ সিলেট

www.BANGLAKITAB.com

সূচিপত্র

মওদূদীবাদ ৫
কুরআনের উপর আক্রমণ ৫
হাদীসের উপর আক্রমণ ৭
নবী-রাসূলগণের উপর আক্রমণ ৮
সাহাবায়ে কিরামের উপর আক্রমণ ১৪
সুন্নাতে রাসূলের উপর আক্রমণ ১৫
পীর-আউলিয়া ও তাসাউফের উপর আক্রমণ ১৬
ফিক্হ'র ইমামগণ ও কিতাবসমূহের উপর আক্রমণ ১৭
মাযহাবের উপর আক্রমণ ১৭
মওদূদী চিন্তাধারার ফসল জামায়াত-শিবির ১৯
মুসলিম মনীষীগণের চোখে মওদূদী ১৯
হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ১৯
শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২০
মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ্ রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২১
শায়খুল হাদীস মুহাম্মাদ যাকারিয়া রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২২
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুহাম্মাদ শাফী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২২
আল্লামা শায়খ যাফর আহমাদ উসমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৩
মুফতী সায়্যিদ মাহদী হাসান রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৩
আল্লামা গোলাম গাউস হাযারবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৪
মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা ইঊসুফ বিন্নৌরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৪
শায়খুত তাফসীর আল্লামা আহমাদ আলী লাহোরী রাহ্. ২৫
মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৫
মাওলানা আব্দুল হক রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৬
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ২৬
আকাবিরে উম্মাতের সর্বসম্মত ফাতওয়া ২৯
তানযীমে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ ৩০
শীআ'র কয়েকটি মৌলিক আকীদা ৩১

www.BANGLAKITAB.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মওদূদীবাদের স্বরূপ

www.BANGLAKITAB.com

মওদূদীবাদ

মওদূদীবাদ হচ্ছে পাকিস্তানের আবুল আলা মওদূদী প্রবর্তিত একটি মতবাদ। মওদূদী কোন আলিম নন। তিনি লেখাপড়া করেছেন সামান্যই যা ছিল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার পর্যায়ের। জামায়াতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান লিখেন, "কোন অফিসে কেরানীগিরি করা অথবা কারো অধীনে চাকরি করা ছিল তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অতএব তার লেখনি শক্তিকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করলেন।" (আব্বাস আলী খান, মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, ঢাকা ঃ প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮) আর এ লেখালেখির কাজ তিনি নিয়ায ফতেহ্পুরীর কাছ থেকে শিখেছিলেন যিনি একজন নাস্তিক, আল্লাহ্ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী। (ইনকেশাফাত, পৃষ্ঠা ঃ ৮) জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখালেখির ব্যবসা বেশ কয়েক বছর চালানোর পর খুব সুক্ষ্মভাবে একটা দল গঠন করেন এবং ঐ দলের নাম রাখেন 'জামায়াতে ইসলামী' যা শুনতে খুব শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয়। কিন্তু তার আকাইদ মুসলমানদের আকাইদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এজন্য জামায়াতে ইসলামী গঠনের পর মওদূদী যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশের পূর্বে সবাইকে নতুনভাবে কালিমা পড়তে হবে, আর জামায়াতে ইসলামী থেকে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মুরতাদ (ধর্মদ্রোহী) হয়ে যাওয়া।" (রোদাদে জামায়াতে ইসলামী) জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে মওদূদী বলেন, "আমাদের বিশ্বাস এই যে, এটা একটা দাওয়াত ও কর্মপন্থা যা ব্যতীত অন্যান্য সকল দাওয়াত ও কর্মপন্থা একেবারে ভ্রান্ত।" (তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ঃ ২৬, সংখ্যা ঃ ৩, পৃষ্ঠা ঃ ১১১) অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকি সব ভুল ও বাতিল। মওদূদী আরো বলেন, "মানুষের মনে ইসলামের যে রূপরেখা প্রচলিত রয়েছে তা পুরোপুরি ধ্বংস না করে নতুন নকশা পেশ করা একান্তই মূর্খতা।" (তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ঃ ১৪, সংখ্যা ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪) এজন্য তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ধ্বংস করার জন্য একে একে সবগুলোর উপর তার ধারালো কলম দিয়ে আক্রমণ চালান।

কুরআনের উপর আক্রমণ

১. মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তিনিই এর শব্দ ও অর্থের হিফাযাত করবেন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাযাতকারী।" (সূরাতুল হিজ্‌র, আয়াত ঃ ৯) কিন্তু মওদূদী

www.BANGLAKITAB.com

লিখেন, "কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (অর্থাৎ কুরআনের চারটি পরিভাষা যথা দীন, ইলাহ্, রব, ইবাদাত) যে মূল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ... ... এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।" (আবুল আলা মওদূদী, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মে ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৪–১৫) এ কথার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আল্লাহ্ তাআলা কুরআন হিফাযাতের যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার ভাষায়, একশ বছর পরের ক্ষণজন্মা উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণ যাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফা, শাফিয়ী, মালিক, আহমাদ বিন হাম্বাল, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আশয়ারী, মাতুরিদী, গাযালী, রাযী, বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানী, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী, শাহ্জালাল ইয়ামানী, হুসাইন আহমাদ মাদানী, মুশাহিদ বায়মপুরী, শায়খে কৌড়িয়া রাহিমাহুমুল্লাহ্র মত লক্ষ লক্ষ পীর-আউলিয়া, ইমাম, মুজতাহিদ, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস রয়েছেন কেউই কুরআনুল কারীমের সঠিক অর্থ বুঝেননি ও মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেননি। অপর দিকে সমগ্র উম্মাত যখন কুরআনের মর্ম হিফাযাতে অবহেলার পাপে নিমজ্জিত ছিলেন কিংবা কুরআনের মর্ম বিকৃতিতে মত্ত ছিলেন তখন এমন পাপী ও অসাধু কুরআনের শত্রুদের মাধ্যমে পৌঁছা কুরআনের শব্দের বিশুদ্ধতা কিভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে? অতএব মওদূদীর কুরআনের মর্ম-বিকৃতির আকীদার অপরিহার্য ফল কি এই দাঁড়ায় না যে, কুরআনের শব্দও বিকৃত হয়ে গেছে। আর তিনি কুরআনের সঠিক অর্থ কোত্থেকে পেলেন? অথচ তার হাদীস-তাফসীরের কোন উস্তাদ নেই।

২. মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআনের একটা আয়াতও যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মওদূদী লিখেন, "তাঁর মতো একজন উচ্চ মর্যাদার সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে (ফালাক ও নাস) কুরআনের সূরাই মানতেন না। ... ... বস্তুত এ ধরনের বর্ণনার কারণে ইসলামের দুশমনদের পক্ষে কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির একটা অতি বড় সুযোগ লাভ সম্ভবপর হয়েছে। তারা বলার সুযোগ পেয়েছে যে,

www.BANGLAKITAB.com

(নাঊযু বিল্লাহ্) কুরআন মজীদ বুঝি বিকৃত ও রদ-বদলের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত নয়। ... ... এ আক্রমণ থেকে কুরআনকে রক্ষা করার জন্য কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসঊদের উপরিউক্ত কথার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ইবনে মাসঊদ সূরা দুটির কুরআনের অংশ হওয়ার কথা অস্বীকার করতেন না। ... ... কিন্তু এ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়। ... ... কিন্তু কুরআনের এ সূরা দু'টিকে অস্বীকার করার দরূন (নাঊযু বিল্লাহ্) তিনি কাফির হয়ে গেছেন, এমন কথা বলার দুঃসাহস কেউই করেনি।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৯শ খণ্ড, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২২ প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬-৩২০) পাঠকদের কাছে আবেদন, একটু ভেবে দেখুন, এখানে মওদূদী কিভাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় একজন মর্যাদাশীল সাহাবীর উপর কুরআনের দুটো সূরা অস্বীকারের মত জঘন্য একটা অপবাদ দিলেন! আর এ মিথ্যা অপবাদের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, কেউ কুরআনের দু'এক সুরা অস্বীকার করলেও কাফির হয় না। অপরদিকে তিনি ইসলামের দুশমনদের জন্য এ কথা বলার সুযোগ করে দিলেন যে, কুরআনুল কারীম বিকৃতি ও রদবদলের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

হাদীসের উপর আক্রমণ

১. মওদূদী লিখেছেন, "হাদীস বর্ণনার মূলনীতি বাদ দেন। আধুনিক এ যুগে প্রাচীনকালের আজেবাজে কথা কে শুনে?" (তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ঃ ১৪, সংখ্যা ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ১১১)

২. মওদূদী বলেন, "আপনাদের মতে মুহাদ্দিসগণ যেসব রেওয়ায়াতকে সনদের দিক থেকে সহীহ্ বলেছেন তার প্রতিটি রেওয়ায়াতকেই হাদীসে রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া জরুরী। কিন্তু আমাদের মতে এটা জরুরী নয়। সনদের বিশুদ্ধতাকে হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আমরা অত্যাবশ্যক দলীল মনে করি না।" (আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৩)

৩. মওদূদী আরো বলেন, "হাদীসসমূহ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এর দ্বারা বেশি থেকে বেশি যদি কিছু অর্জিত হয় তবে তা সহীহ্ হওয়ার ধারণা, তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস বা

www.BANGLAKITAB.com

ইয়াকিন রাখা যায় না।" (তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ঃ ২৬, সংখ্যা ঃ ৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৭)

৪. বুখারী শরীফে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি সারা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে স্বীয় বোন বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা সম্পর্কে মওদূদী বলেন, "এটা একেবারেই মিথ্যা।" (আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আবদুল আযীয, ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ২৯)

৫. মওদূদী আরো লিখেছেন, "কুরআন-সুন্নাহ্‌র শিক্ষা সর্বাগ্রে। কিন্তু তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভান্ডার থেকে নয়।" (আবুল আলা মওদূদী, তানকীহাত, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮)

পাঠকগণ, একটু চিন্তা করুন হাদীস অস্বীকারকারী পারভেজী মতবাদীদের উক্তি থেকে মওদূদীর উক্তিগুলো কোন অংশে কম কি?

নবী-রাসূলগণের উপর আক্রমণ

মুসলমানদের বিশ্বাস যে, নবীগণ আলাইহিমুস সালাম ছোট-বড় সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র। কারণ নবীগণের সহজাত প্রকৃতিই এমন নির্মল, পবিত্র ও আবিলতামুক্ত যে, পাপাচার ও নাফরমানী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই তাঁরা বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ। উপরন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে নুবুওয়াতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁদের উপর আল্লাহ্ তাআলার সার্বক্ষণিক হিফাযাত ও প্রহরা বিদ্যমান থাকে যাতে উম্মাত নিঃসন্দেহে তাঁদের ইত্তেবা করতে পারে।

মওদূদীর উক্তি লক্ষ্য করুন

১. **দাঊদ আলাইহিস সালাম** সম্পর্কে ইয়াহুদীরা কুৎসা রটনা করেছিল যে, উরিয়া নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর উপর দৃষ্টি পড়ায় দাঊদ ঐ সুন্দরী রমনীর রূপ-লাবণ্যে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করার জন্য উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেন। মওদূদী ইয়াহুদীদের এ ভিত্তিহীন অপবাদের উপর নির্ভর করে দাঊদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেন, "হযরত দাঊদ আলাইহিস

www.BANGLAKITAB.com

সালাম তাঁর যুগের ইসরাঈলী সাধারণ সমাজ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬) কোন নবীর উপর এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা মুসলমানের পক্ষে মানায় না। এ বদদীনী আকীদার নামান্তর। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ইয়াহুদীদের মনগড়া ভিত্তিহীন উক্তি মাত্র। এ হচ্ছে তাদের ষড়যন্ত্র।

২. মওদূদী আরো বলেন, "অন্যের কথা তো ভিন্ন, পয়গাম্বরগণও পর্যন্ত বহুবার কুপ্রবৃত্তির রাহাজানীর বিপদের সম্মুখীন হন। যেমন হযরত দাঊদের মত মর্যাদাশীল পয়গাম্বরকেও একবার সতর্ক করা হয়েছে।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, প্রথম খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫) মুসলমানদের আকীদা হল নফসে শরীরের রাহাজানী থেকে অনেক ওলীও মাহ্ফূয হয়ে থাকেন। নবীগণের বেলায় আর কি-ই বলা যায়!

৩. তিনি আরো বলেন, "হযরত দাঊদ আলাইহিস সালামের কর্মে কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল, তাঁর শাসন ক্ষমতার সাথে অসঙ্গত ও অশোভনীয় ব্যবহারেরও সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় রাজ্য শাসনকারী কোন শাসকের পক্ষেই শোভা পায় না।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, চতুর্থ খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৭) এর জবাবে মুসলমান 'নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক' পড়বে এবং মওদূদী ফিতনা থেকে নবীর উম্মাতকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

৪. **ইউসুফ আলাইহিস সালাম** বলেছিলেন, "আমাকে মিশরের খাজানাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেন।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৫৫) এ অর্থই মুসলমানরা নিয়ে থাকেন। কিন্তু মওদূদী বলেছেন, "এটা কেবলমাত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের পদের আবেদনই ছিল না যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন, বরং তা ছিল 'ডিক্টেটরশীপ' লাভের দাবী। এর ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনেরই ছিল যা ইটালির মুসোলিনির রয়েছে।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ১২২) Dictatorship বা 'একনায়কত্ব'

www.BANGLAKITAB.com

শব্দটি কতই না আপত্তিকর ও অবমাননাসূচক! তাছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে মুসোলিনি (Benito Mussolini: Dictator and leader of Italian Facists from 1922 to 1943) হচ্ছে একজন জালিম একনায়ক স্বৈরাচারী। এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে মানবতার চূড়ান্ত পদমর্যাদায় আসীন মহান নবীকে তুলনা করা চরম ধৃষ্টতা বৈ অন্য কিছু নয়। এসব ফিতনা থেকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হিফাযাত করুন, আমীন।

৫. মওদূদী লিখেছেন, "হযরত **ইউনুস আলাইহিস সালাম** থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে বেশ কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল, খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বেই তিনি অধৈর্য হয়ে নিজ স্থান ত্যাগ করেছিলেন।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩১২-৩১৩) নবী-রাসূলগণের কেউই রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য বা ত্রুটি করতে পারেন না। এ থেকে তাঁরা সবাই নিষ্কলুষ ও মাসূম । এতে কারো কোন মতবিরোধ নেই।

৬. **নূহ্ আলাইহিস সালাম** প্রসঙ্গে মওদূদী লিখেছেন, "অনেক সময় কোন সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তির বিষয়ে নবীর মত উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহানুভব ব্যক্তিও কিছু সময়ের জন্য মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে দেন—যে সন্তান হকের পথ ত্যাগ করে বাতিলের সাথে মিশে গেছে তাকে কেবল তোমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করার সুবাধে আপন মনে করা জাহিলিয়াতের এক অনুভূতি মাত্র, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্তর থেকে বেপরওয়া হয়ে এমন চিন্তাধারায় ফিরে আসেন যা ইসলামের চাহিদাসম্মত।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৪) একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবীকে মানবিক দুর্বলতার শিকার, জাহিলিয়াতের অনুভূতিসম্পন্ন, ইসলামী চাহিদার পরিপন্থী ইত্যাদি মন্দ অভিধায় কোন মুসলমান ভূষিত করতে পারে না।

৭. আদি পিতা **আদাম আলাইহিস সালাম** সম্পর্কে মওদূদী বলেন, "এখানে আদাম আলাইহিস সালাম থেকে প্রকাশিত এ মানবিক দুর্বলতার হাকীকাত বুঝে নিতে হবে—মোটামুটি এক তাৎক্ষণিক আবেগ যা শয়তানের প্রলোভনের ছত্রছায়ায় সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর উপর আত্মবিস্মৃতির জন্ম

www.BANGLAKITAB.com

দেয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দুর্বল হতেই তিনি আনুগত্যের উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের নিম্ন গহ্বরে পতিত হন।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩) মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে নবী থেকে পাপাচার ও নাফরমানী প্রকাশ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। নবী আলাইহিস সালাম সকলেই মাসূম, নিষ্পাপ।

সম্ভবত মওদূদী এ ধরনের শব্দ প্রয়োগকে আদবের পরিপন্থী মনে করেন না। তাইতো আম্বিয়ায়ে কিরামের মত সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায়ও এ ধরনের শব্দ ব্যবহার সঠিক মনে করেছেন। অথচ মুসলমানদের বিশ্বাস হল আম্বিয়ায়ে কিরামের শানে বেয়াদবিমূলক শব্দ প্রয়োগ করা ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এখন যদি একই শব্দগুলো মওদূদীর নিজ চরিত্রে লেপন করা হয় যা তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শানে ব্যবহার করেছেন তবে আশা করি তিনি কিংবা তার ভক্ত ও অনুসারীদের কাছে অপছন্দনীয় হবে না। যেমন বলা যেতে পারে—অনেক সময় কোন জটিল কুপ্রবৃত্তিগত বিষয়ে মওদূদীর মত উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিও মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয়ে যেতেন যা ছিল জাহিলিয়াতের অনুভূতির ফলস্বরূপ। তিনি তার যুগের ইসরাঈলী সাধারণ সমাজ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তেন। মওদূদী থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব আদায়েও বেশ কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল, খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বেই তিনি অধৈর্য হয়ে নিজ অবস্থান পরিবর্তন করতেন। তার কর্মে কুপ্রবৃত্তির দখল ছিল, তার ক্ষমতায় অসংগত ও অশোভনীয় ব্যবহারেরও সম্পর্ক ছিল, আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় নেতৃত্বদানকারী কোন নেতার পক্ষেই শোভা পায় না। আসলে তার দাবী কেবলমাত্র সংগঠনের তত্ত্বাবধায়কের পদই ছিল না যেমন কোন কোন লোক ধারণা করে থাকেন, বরং তা ছিল ডিক্টেটরশীপ লাভের দাবী। এর ফলে মওদূদী যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনেরই ছিল যা ইটালীর মুসোলিনি ও জার্মানীর হিটলার অর্জন করেছিলেন। মোটকথা মওদূদী থেকে প্রকাশিত এসব মানবিক দুর্বলতার স্বরূপ বুঝে নিতে হবে যে, শয়তানের উস্কানীর ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়া তাৎক্ষণিক আবেগ তাকে আত্মভোলা করে ফেলত আর আত্ম নিয়ন্ত্রণের বাঁধন শিথিল হতেই তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উচ্চ মর্যাদা থেকে নাফরমানীর নিম্নস্তরে পতিত হতেন।

কিন্তু আমার ধারণা, কোন মওদূদী প্রেমিক মওদূদী সম্পর্কে উল্লেখিত ভাষ্য বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। যদি এসব কথা মওদূদীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ না

www.BANGLAKITAB.com

হয় অর্থাৎ যদি মওদূদীর জন্য অবমাননাসূচক হয় বা তার বেলায় বেয়াদবীমূলক হয় তাহলে চিন্তা করুন ও ইনসাফের সাথে বলুন তা আম্বিয়ায়ে কিরামের শানে সাজবে কি?

মওদূদীবাদীদের নেতা দু'এক নবীর ব্যাপারে নয়, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শানে যখন এ সমস্ত কুউপাধি ও বেয়াদবীমূলক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তখন তার অনুসরণ ও অনুকরণকারীদের তা বরদাশ্‌ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেছে, বরং তারা এসবকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এগুলোকে দূষণীয় এমনকি ভুলও মনে করে না। অন্যথায় তারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করত যে, মওদূদী ও মওদূদিয়াত প্রকাশ্য গুমরাহ্ ও বদদীন, বরঞ্চ তাদের নেতা মওদূদীকে এসব উপাধিতে ভূষিত করা হলে তারা উলামায়ে কিরাম ও মুসলমানদের উপর রেগে ফেটে পড়ে এবং লোকদের ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে চতুর্দিকে আওয়াজ তুলে ও মিছিল দিতে থাকে, মৌলবীদের ফাতওয়াবাজীতে কান দিও না। তার সাথে সাথে এসব মওদূদীবাদীরা খোদ মুসলমানদের দ্বীন ধ্বংস করতে থাকে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সমালোচনা ও দোষচর্চা করতে থাকে আর আইম্মা, মাশায়িখ ও উলামায়ে হাক্কানীকে হেয় করতে থাকে। হে আল্লাহ্, তামাম মুসলিম জাতিকে এদের ধোঁকা থেকে হিফাযাত করুন, আমীন।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে মওদূদীর যেসব আক্রমণাত্মক ভাষ্য নমুনাস্বরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মূলত তা একটা মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি বলেছেন। মওদূদী তার দলের জন্য নির্ধারিত সে মূলনীতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলে দিয়েছেন, "আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছে করে প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন সময় স্বীয় হিফাযাত উঠিয়ে নিয়ে দু'একটা ভুল-ত্রুটি হতে দিয়েছেন।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭) এটা এমন মূলনীতি যা আজ পর্যন্ত কোন মুসলিমের মুখ থেকে নির্গত হয়নি। এ মূলনীতির আলোকে মওদূদী যত কথা বলেছেন তা থেকে অন্যান্য নবীগণের বেলায় আর কী বলব, আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে তার উক্তি দেখে নেন এবং মওদূদী আকীদাও জেনে নেন।

৮. মওদূদী আমাদের প্রিয় **নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নিকট কাতর কণ্ঠে এই দোয়া কর যে, তোমাকে যে

www.BANGLAKITAB.com

কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে তোমার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৯শ খণ্ড, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৩ প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৭, সূরা নাসর ঃ ৪নং টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৬)

৯. মওদূদী আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আরো বলেন, "সুতরাং এ মহান কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর প্রশংসা স্তুতি প্রকাশ কর এবং তাঁর দরবারে আবেদন কর ঃ প্রভু পরওয়ারদেগার! দীর্ঘ ২৩ বছরের এ খেদমতকালে আমার দ্বারা যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তা ক্ষমা করে দাও!" (আবুল আলা মওদূদী, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মে ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১১৮)

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ম্পকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের বক্তব্য হচ্ছে, "অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা কর এবং তাঁর কাছেই (গুনাহ্-খাতার জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (কর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা, প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, সিলেট মহানগরী, পৃষ্ঠা ঃ ৯-১০; কর্মী মানোন্নয়ন সহায়িকা, প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, সিলেট জেলা পশ্চিম, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬)

দুনিয়ার তামাম মুসলিম পূর্বসূরী থেকে উত্তরসূরী পর্যন্ত কেউই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন নিকৃষ্টতম কথা আজো উচ্চারণ করেননি। বরং এরকম বাক্য ও মর্মকে প্রকাশ্য অনৈসলামী বলে জানেন ও মানেন। নবীগণ থেকে নুবুওয়াতী দায়িত্ব পালনে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে না।

১১. মুসলিম মাত্রই জানেন যে, ওয়ায, তালকীন ও জিহাদের মতো পদ্ধতিসমূহ যা নবীগণ আলাইহিমুস সালাম মানুষকে দ্বীন কবুল করাতে অবলম্বন করেছেন তার কোনটাই তাঁরা উদ্ভাবন করেননি, বরং আল্লাহ্ যখন তাঁদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন তখন তাঁরা তা-ই অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহ্র নির্দেশিত কোন পদ্ধতিই ব্যর্থ হতে পারে না। তাছাড়া নবী কিংবা অন্যান্য দাঈর সফলতা ও কামিয়াবী মানুষের দ্বীন কবুল করার মধ্যে নয়, বরং আল্লাহ্র হুকুম পালনের মধ্যে নিহিত। কিন্তু মওদূদী

www.BANGLAKITAB.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, "ওয়ায ও তালকীনে ব্যর্থতার পর ইসলামের দাঈ তলোয়ার হাতে নিলেন।" (আবুল আলা মওদূদী, আল-জিহাদ ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৪) এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহ্র নির্দেশিত কর্মপদ্ধতির প্রতি চরম বেয়াদবী নয় কি? অধিকন্তু তার এ মন্তব্য ইসলামের শত্রুদের এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি নয় কি যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

সাহাবায়ে কিরামের উপর আক্রমণ

মুসলমানদের বিশ্বাস, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সবাই বেহেশ্তী। দীনের ব্যাপারে তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। তাঁদের প্রতি মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা হচ্ছে ঈমানের অংশ এবং তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে কুফ্রী ও মুনাফিকী। কিন্তু মওদূদী তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা নষ্ট করার জন্য তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুলেন। নিম্নে তার কিয়দংশ প্রদত্ত হল ঃ

১. মওদূদী বলেন, "যে সমাজে ব্যাপকভাবে সুদখোরী প্রচলিত থাকে সেখানে এই সুদখোরীর কারণে দু'প্রকারের নৈতিক ব্যাধি দেখা দেয়। তা হলো সুদ গ্রহণকারীদের মধ্যে লোভ-লালসা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা; আর সুদদাতাদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। ওহুদের পরাজায়ের পিছনে এ উভয় প্রকার রোগেরই কিছু-না-কিছু প্রভাব বিদ্যমান ছিল।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১২ প্রকাশ ঃ জুন ২০১২, সূরা আলি ইমরান ঃ ৯৯নং টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ৬০) মওদূদীর মতে, সুদখোরীর কারণে সৃষ্ট নৈতিক রোগ যথা লোভ-লালসা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তার প্রভাবে উহুদের যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের উপর এত জঘন্য অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা কোন ইয়াহুদী-খৃষ্টানও কোন দিন করেনি।

২. **উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু** সম্পর্কে মওদূদী লিখেন, "তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে একের পর এক বিরাট বিরাট পদ দান করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে এমন সব সুযোগ-সুবিধা দান করেন, যা জনগণের মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com

সাধারণভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।" (আবুল আলা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬) এটা তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।

৩. ওয়াহী লেখক **মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু** সম্পর্কে মওদূদী লিখেন, "হযরত মুয়াবিয়া রা.-র শাসনামলে একটি নিকৃষ্টতম বেদআত চালু হয়। তিনি নিজে এবং তার গভর্নরগণ মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবায় হযরত আলী রা.-র উপর প্রকাশ্যে গাল-মন্দ শুরু করেন।" (আবুল আলা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৭১) এটা ছিল মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গভর্নরদের উপর শীআ'র সাজানো একটা জঘন্যতম মিথ্যা অপবাদ। (দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী শরীফ, বাবু মানাকিবে আলী রাযিআল্লাহু আনহু)

৪. তিনি আরো লিখেন, "গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারেও হযরত মুয়াবিয়া রা. কিতাবুল্লাহ্ এবং সুন্নাতে রাসূলের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেন।" (আবুল আলা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২) মওদূদী যে ঘটনার উপর ভিত্তি করে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর এত বড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলেন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত ঘটনায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলের বিধানকে সমুন্নত করেছেন এবং এটা তাঁর গৌরবোজ্জল কীর্তি হিসাবে গণ্য। (মুখতাসার তারীখে ইবনে আসাকির, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী অধ্যায়)

সুন্নাতে রাসূলের উপর আক্রমণ

সকল মুসলমানের জানা আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মত দাঁড়ি রাখা ইসলামের অংশ। কিন্তু মওদূদী তাঁদের মত বড় দাঁড়ি রাখাকে সুন্নাত তো মানেনই না, বরং তার মতে একে সুন্নাত মনে করা এক শক্ত বিদআত এবং দীনের বিপজ্জনক বিকৃতি। তিনি লিখেছেন, "উস্ওয়া, সুন্নাত এবং বিদআত প্রভৃতি পরিভাষার যেসব অর্থ আপনাদের

www.BANGLAKITAB.com

সেদিকে সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে সেগুলোকে আমি ভ্রান্ত, বরং দ্বীনের বিকৃতিকারী মনে করি। 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতো লম্বা দাড়ি রেখেছেন তত লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রসূল বা উসওয়ায়ে রসূল', আপনার এ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি রসূলের অভ্যাসকে হুবহু রসূলের সেই সুন্নাতের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছেন, যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছিলেন। আমার মতে এটা যে সুন্নাতের সঠিক সংজ্ঞা নয় শুধু তাই নয়, বরঞ্চ এ সম্পর্কে আমার আকীদাই হলো, এ ধরনের জিনিসকে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা এবং তার অনুসরনের জন্যে বাড়াবাড়ি করা একটা মারাত্মক ধরনের বিদআত এবং এটা দ্বীনের একটা বিপজ্জনক বিকৃতি যার মন্দ পরিণতি পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ হওয়ার আশংকা রয়েছে।" (আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৮২-১৮৩)

পীর-আউলিয়া ও তাসাউফের উপর আক্রমণ

তাসাউফ বা ইহ্সান (পীর-মুরিদী) দ্বীনের অংশ যার অপরিসীম গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মওদূদী এ ব্যাপারে লিখেছেন, "বর্তমানে যিনি তাজদীদে দীনের কাজ করতে চাইবেন তাঁকে অবশ্যি সুফিদের ভাষা-পরিভাষা, রূপক-উপমা, পীর-মুরিদী এবং তাদের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে বহুমুত্র রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় মুসলামনাদেরকে অনুরূপভাবেই উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।" (আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০০৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭) তার মতে খলীফা উমার ইবনে আব্দুল আযীয, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রাহিমাহুমুল্লাহ্ এঁদের কেউই পরিপূর্ণ মুজাদ্দিদ ছিলেন না, এমনকি ইসলামের তেরশ বছরের ইতিহাসে কোন পরিপূর্ণ মুজাদ্দিদ তৈরি হননি। (আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন)

চিন্তা করুন, বিষয়টা ইসলাম ধর্মের কত বড় ব্যর্থতা, এটা কি সত্য হতে পারে!

www.BANGLAKITAB.com

ফিক্‌হ্‌'র ইমামগণ ও কিতাবসমূহের উপর আক্রমণ

ইসলামী জ্ঞানসমূহের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইলমে ফিক্‌হ্‌। এর উপর মওদূদীর এতটাই ক্ষোভ যে, তিনি এর সংকলনকারী ইমামগণকে এবং এর উপর আমলকারীদেরকে গুনাহ্‌গার আখ্যা দিয়ে জাহান্নামী সাব্যস্ত করেন। মওদূদী লিখেন, "কিয়ামাতের দিন এসব গুনাহ্‌গারদের সাথে তাদের ধর্মীয় নেতারাও গ্রেফতার হয়ে আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হবেন। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি কি তোমাদের এ জন্যই জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম যে, তোমরা তা কাজে লাগাবে না? আমার কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত কি তোমাদের সামনে এজন্যই রাখা হয়েছিল যে, তোমরা এগুলো নিয়ে বসে থাকবে আর মুসলমানরা পথভ্রষ্ট হতে থাকবে? আমি আমার দীনকে সহজ বানিয়েছিলাম, তাকে কঠিন করে তুলার তোমাদের কি অধিকার ছিল? আমি তোমাদেরকে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছিলাম। এ দু'জনকে অতিক্রম করে নিজেদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা তোমাদের ওপর কে ফরয করেছিল? আমি প্রতিটি কাঠিন্যের প্রতিষেধক এ কুরআনে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে স্পর্শ করতে তোমাদের কে নিষেধ করেছে? মানুষের লেখা কিতাবগুলোকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করার নির্দেশই বা তোমাদের কে দিয়েছে?' এ জিজ্ঞাসার জবাবে কোন আলেমেরই কান্‌যুদ-দাকায়েক, হিদায়া ও আলমগীরীর রচয়িতাদের কোলে আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই।" (আবুল আলা মওদূদী, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ মূসা, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১১তম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ৮১)

মাযহাবের উপর আক্রমণ

দুনিয়ার তামাম মুসলমান একমত যে, মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে যে কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করা যরূরী। এর নামই তাকলীদ। মওদূদী এ তাকলীদের ব্যাপারে বলেন, "আমার মতে দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্যে তাকলীদ নাজায়েয এবং গুনাহ্‌, বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক।" (আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮) তার মতে, দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখার অর্থ হল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। কেননা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার পর্যায়ের এবং তিনি নিজে তাকলীদ করতেন না। তিনি বলেন, "আহ্‌লে হাদীসের সব মত ও

www.BANGLAKITAB.com

মাসয়ালাই যে সহীহ্ তা আমি মনে করি না। আর হানাফী বা শাফেয়ী কোন মাযহাবেরই পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে হবে, তাও আমি মনে করি না।" (আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ একে একে ধ্বংস করে মওদূদী তার নিজস্ব মতবাদের রূপরেখা পেশ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, "দ্বীন প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম।" (আবুল আলা মওদূদী, খুতবাত, নয়া দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ৩২০) তিনি আরো বলেন, "প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন ধর্ম এবং মুসলমান কোন জাতির নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মূলত এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, প্রথম খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭) মওদূদী আরো বলেন, "আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামূখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা—শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদাত। হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকূ পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদাত' মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং 'ওমা খালাক্তুল জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লিয়া'বুদূন'-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ—নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদাত' করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।" (আবুল আলা মওদূদী, নামায-রোযার হাকীকত, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪৪তম প্রকাশ ঃ জানুযারি ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ৯) তিনি আরো বলেন, "আসলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং যিক্র-তাসবীহ্ মানুষকে ঐ বড় ইবাদাতের জন্য তৈরি করার ট্রেনিংকোর্স।" (আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমাত, প্রথম খণ্ড, নয়া দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন

www.BANGLAKITAB.com

২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯) অথচ কুরআন ও হাদীসে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমাল ও ইহ্সান অর্থাৎ তাসাউফকে দ্বীন বলা হয়েছে। ইসলামকে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে দ্বীন-ধর্ম (আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম) বলা হয়েছে।

সুতরাং পাঠকগণ ভেবে দেখুন, মওদূদী কর্তৃক প্রবর্তিত জামায়াত-শিবিরের দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন কি এক?

মওদূদী চিন্তাধারার ফসল জামায়াত-শিবির

মওদূদী রচনাবলীতে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী আকীদা বিরোধী কথাসমূহ তুলে ধরা হলে জামায়াত-শিবিরের লোকেরা ধোঁকা দেয়ার জন্য বলে থাকে যে, আমরা জামায়াত-শিবির করি, আমরা মওদূদীকে মানি না। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "মাওলানা মওদূদীর মৌলিক বই-পুস্তক যার উপর ভিত্তি করে জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িয়ে আছে।" (মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়, ঢাকা ঃ প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ২৭) জামায়াতের সাবেক আমীর গোলাম আযম বলেন, "জামায়াতে ইসলামী এবং মাওলানা মওদূদী এক ও অভিন্ন। মানব জাতির পথ নির্দেশিকার জন্যে যে কুরআন নাজেল হয়েছিল তাকে বর্তমান যুগোপযোগীরূপে উপস্থাপন করেছেন মাওলানা মওদূদী। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই মাওলানা মওদূদীর বইপত্র পড়তে ও বুঝতে হবে।" (দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ ঃ ০১.১০.১৯৯১ইং) অধিকন্তু জামায়াত-শিবিরের সিলেবাসের দু-একটি বই বাদে বাকি সব বই-ই মওদূদী রচিত। এজন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হাক্কানী উলামায়ে কিরাম এদের গুমরাহী সম্পর্কে লেখনি, বক্তৃতা এবং ফাতাওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আসছেন।

মুসলিম মনীষীগণের চোখে মওদূদী

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[দারুল উলূম দেওবন্দের এক অনন্য নক্ষত্র। ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমকুল শিরোমণি। বিশ্ব বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী। বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক। ইল্মে তাসাউফসহ মুসলমানদের জাগতিক জীবনযাত্রার ত্রুটি-

www.BANGLAKITAB.com

বিচ্যুতি ও কুসংস্কার চিহ্নিতকরণ পূর্বক ইসলাম ও ইসলামী বিশুদ্ধ শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এবং তাদের পরিশুদ্ধ ও সুমার্জিত জীবনের দীক্ষা প্রদানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি এ সংক্রান্ত প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।]

জনৈক ব্যক্তি থানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিকে মওদূদীর পত্রিকা 'তরজমান' পাঠ করতে দিলে তিনি কয়েক লাইন পড়ে ইরশাদ ফরমান, "কথাগুলো নাজাছত মিশ্রিত করে বলা হচ্ছে, বাতিলপন্থীদের কথা এ রকমই হয়ে থাকে।" এ কথা বলে পত্রিকাটি বন্ধ করে রেখে দিলেন। (তরজমানুল ইসলাম, লাহোর, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ঈসায়ী)

'খাতিমাতুস সাওয়ানিহ্' কিতাবের ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "হযরত থানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমার দিল এ আন্দোলনকে কবুল করে না।" [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ৮]

শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[বিশ্বের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম। জ্ঞান সমুদ্র ও অবিস্মরণীয় নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক। আযাদী আন্দোলনের মুজাহিদগণ তাঁকেই নিজেদের আমীর ও উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বরণ করে নেয়। তাঁর যুগেই ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলন অগণিত পত্র পল্লবে সুসজ্জিত ও বিকশিত হয় এবং অবিচল গতিতে পরিপূর্ণতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে। অবশেষে এ উপমহাদেশ বৃটিশের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। ইল্‌মে হাদীসের বৃহত্তর বিকাশেও তাঁর অবদান অপরিসীম। দীর্ঘ প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ মাদীনাতুল মুনাওয়ারার মাসজিদে নুবুবীতে হাদীসের অধ্যাপনা করেন এবং দারুল উলূমের ইল্‌মী ফয়েয জগত জুড়ে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীসের অধ্যাপনাকালেও তাঁর হাতে অতীতের সকল যুগের তুলনায় সর্বাধিক সংখ্যক প্রথিত যশা বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।]

এ দল পথভ্রষ্ট। এর আকাইদ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। এ দলের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করা এবং সাহায্য করা জায়িয নয়। এর প্রচেষ্টা প্রকৃত ইসলামের জন্য নয়, বরং মওদূদী প্রবর্তিত নামধারী এক নতুন ইসলামের জন্য। এ দলের লোকেরা সাধারণ মুসলমানদের

www.BANGLAKITAB.com

ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং নিজের বাধ্য করার জন্য ইসলাম ও দ্বীনের নাম নিয়ে থাকে। দ্বীনী ইল্‌মে অপারদর্শী ব্যক্তিবর্গ বুঝে যে, এটাই আসল ইসলাম ও দ্বীন। এদের বই-পুস্তিকায় দ্বীনের রূপে এমন সব বদদ্বীনী ও ইল্‌হাদের কথাসমূহ বিদ্যমান যা বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও অজ্ঞ মানুষ বুঝতেই পারে না। মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা ইসলাম যার উপর উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া সাড়ে তেরশ বৎসর যাবৎ আমাল করে আসছে তা থেকে একেবারেই আলাদা।

আপনাদের উপর আমার আশা যে, এ ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য নিরবতা, অবহেলা ও উদারভাবকে যেন জায়িয না রাখেন। শেখ সাদী যথার্থই বলেছেন ঃ درختے کہ اکنوں گرفت ست پائے ☆ بہ نیروے شخصے برآید ز جائے
অর্থাৎ যে বৃক্ষটি সবেমাত্র তার শিকড় বিস্তার করেছে তা এক ব্যক্তির শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই উপড়ে ফেলা সম্ভব।

অতএব, এর প্রতিরোধে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ৮-৯]

মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ্ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

[দারুল উলূম দেওবন্দের গর্ব, জ্ঞান সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। উপমহাদেশের প্রধান মুফতী। সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।]

মওদূদী জামায়াতের প্রধান মৌলবী আবুল আলা মওদূদীকে আমি চিনি। সে কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের ছাত্র কিংবা ফয়েযপ্রাপ্ত নয়। যদিও তার দৃষ্টিতে নিজ অধ্যয়নের প্রসস্থতা হিসেবে বিস্তৃত, তবে দ্বীনী দিকটা দুর্বল। ইজাতিহাদের ভাবও দেখা যায়। এ কারণে তার রচনাবলীতে বড় বড় উলামা এমনকি সাহাবায়ে কিরামের উপরও বহু আপত্তি রয়েছে। তাই মুসলমানদের এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা কর্তব্য এবং এ আন্দোলনের সাথে মিলামিশা, সম্পর্ক ও ইত্তিহাদ না রাখা উচিত। তার রচনাসমূহ বাহ্যিক অবস্থায় মনঃপূত ও ভাল অনুভূত হয়, কিন্তু এতে এমন ধরনের কথা দিলে বসে যায় যা মনমস্তিষ্ককে স্বাধীন করে দেয় এবং বুযুর্গানে ইসলামের ব্যাপারে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে দেয়। [মাকতুবে হিদায়াত, দেওবন্দ ঃ কুতুবখানায়ে এযাযিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ২১]

www.BANGLAKITAB.com

শায়খুল হাদীস মুহাম্মাদ যাকারিয়া রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[বিশ্বের অন্যতম হাদীস বিশারদ, আলমে ইসলামের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক এবং তাবলীগ জামাআতের নিসাবসহ বহু কিতাবের প্রণেতা। সাবেক বিভাগীয় প্রধান, দারুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।]

মওদূদী জামায়াত এবং জামায়াতের সাহিত্য সাধারণ মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, হিদায়াতের ইমামগণের অনুসরণ থেকে স্বাধীন ও সম্পর্কহীন করে দেয় যা তাদের জন্য ধ্বংসের ও গুমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। যারা এটাকে সাধারণ মনে করেন তাদের সম্ভবত জামায়াতের বাড়াবাড়ির সাথে মিলামিশার কোন সুযোগ আসে না যদ্বারা তারা ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করতে পারেননি। মোটকথা আমি এই দলে শরীক হওয়া বা এদের সাহিত্য পড়াকে মুসলমানদের জন্য চুড়ান্ত ক্ষতিকর মনে করি। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ১০]

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুহাম্মাদ শাফী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[আকবিরে দারুল উলূমের এক মহামনীষী, প্রথিত যশা ইসলামী চিন্তাবিদ, পাকিস্তানের প্রধান মুফতী এবং প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন। বিখ্যাত 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন'সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। সাবেক বিভাগীয় প্রধান, দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ। সাবেক মুহতামিম, দারুল উলূম করাচী। সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।]

আমার বর্তমান লেখার সাথে পূর্বের লেখনীর মিল থাকলে তো ঠিকই আছে। আর যদি পূর্বের লেখনীর কোন বিষয় বর্তমান লেখার পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে মানসূখ বুঝে নিতে হবে এবং আমার মতের উদ্ধৃতির জন্য কেবলমাত্র নিচের লেখার উপর নির্ভর করা যাবে।

আমার কাছে মাওলানা মওদূদীর বুনিয়াদী ভুল এটাই যে, তিনি আকাইদ ও মাসাইলে নিজ ইজতিহাদের অনুসরণ করেন যদিও তা জুমহুর উলামায়ে সালাফের খেলাফ হয়ে থাকে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ইজতিহাদের স্তরের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন তা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। এই বুনিয়াদী ভুলের কারণে তার সাহিত্যে অনেক কথা ভুল এবং জুমহুর উলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের পরিপন্থী।

www.BANGLAKITAB.com

তদুপরি তিনি তার রচনাবলীতে পূর্বসূরি উলামায়ে কিরাম এমনকি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম সম্পর্কে সমালোচনার যে ঝড় তুলেছেন তা জঘন্যতম অপরাধ। বিশেষত তিনি 'খিলাফাত ওয়া মুলুকিয়াত' গ্রন্থে কোন কোন সাহাবীর কেবল সমালোচনাই করেননি বরং তাঁদেরকে নিন্দা, ভর্ৎসনার টার্গেট বানিয়েছেন। এ বিষয়ের প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি যে হঠকারিতা ও জিদ অবলম্বন করেছেন তা আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জুমহুর উলামায়ে কিরামের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এছাড়াও তার সাহিত্যের কুপ্রভাবে পাঠকদের মধ্যে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাতে সাল্ফে সালিহীনের উপর প্রত্যাশিত আস্থা ও বিশ্বাস থাকে না। অথচ আমাদের সকলের মতে এ আস্থা ও বিশ্বাসই হচ্ছে দ্বীন সুরক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ। এ সীমালঙ্ঘনের সাথে সাথে পূর্ণ নেকনিয়ত, সততা, ইখলাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ ভুল ও গুমরাহীর পথে ধাবিত হয়ে যায়। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ২০]

আল্লামা শায়খ যাফর আহমাদ উসমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[প্রাক্তন সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম তাঁর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্বোধন করা হয়।]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি মুনকিরে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারী)। ইসলামের গণ্ডি থেকে যদিও খারিজ নয়, তবে গুমরাহ্ ও বিদয়াত সৃষ্টিকারী। এ ধরনের লোক থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা কর্তব্য। এর কথার উপর কখনো নির্ভর করতে নেই। একে বড় জাহিল মনে করা উচিত। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ১৩]

মুফতী সায়্যিদ মাহদী হাসান রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[মুফতীয়ে আযম, দারুল উলূম দেওবন্দ]

মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হল 'জামায়াতে ইসলামী' থেকে দূরে থাকা। এতে শরীক হওয়া বিষপান তুল্য। তাই মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হল

www.BANGLAKITAB.com

অপরাপর মুসলমানদেরকে জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যাতে তারা গুমরাহ্ না হয়। এ দলে অংশগ্রহণের ফলে উপকারের তুলনায় ক্ষতির পরিণামই বেশি। এ ব্যাপারে কোন ধরনের ভুল, অবহেলা, অমনযোগিতা প্রদর্শন বৈধ নয়। এ দলের প্রতি আহ্বানকারী কিংবা এ দলের সমর্থক বা কোন প্রকারের সহায়তাকারী গুনাহ্গার ও অবাধ্য হিসাবে গণ্য হবে এবং পাপাচারের প্রতি আহ্বানকারী হিসাবেই পরিগণিত হবে। এ দলের প্রতি আহ্বান, সহায়তা ও সমর্থনের দ্বারা সওয়াবের প্রত্যাশা করা যায় না। এ দলের কেউ কোন মাসজিদে ইমামতি করলে তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহ্ হবে। [আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসূফ বিন্নৌরী রাহ্., আল-উস্তাযুল মওদূদী (আরবী), পৃষ্ঠা ঃ ৫০]

আল্লামা গোলাম গাউস হাযারবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।]

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পরে পাক-ভারতে আরো বহু ফিতনা পয়দা হয়েছে। কিন্তু মওদূদী ফিতনাই তার মাধ্যে সর্বশেষ মারত্মক ফিতনা। ইসলামের লেবেল থাকার কারণে অশিক্ষিত সাদাসিধে মানুষ এই ফিতনার শিকারে পরিণত হয়ে বসে। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাও মওদূদী সাহেবের চটকদার ধোঁকায় পড়ে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদসমূহকে প্রকৃত ইসলাম বুঝে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কতক লোকের ভাষায় যাদুর মত আসর করে।" [আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির রাহ্., ইসলামের নামে একটি নূতন ধর্ম (বাংলা), কলিকাতা ঃ মদনী মিশন বুক ডিপো, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭৫ ঈসায়ী, পৃষ্ঠা ঃ ১১০]

মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[বিশ্ব বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী, বিশ্ব বরেণ্য আলিম এবং যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। প্রতিষ্ঠাতা, মাদ্রাসা-ই আরাবিয়া নিউটাউন, করাচী। প্রাক্তন সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান। সাবেক আমীর, মাজলিসে তাহাফ্ফুযে খাত্মে নুবুওয়াত পাকিস্তান।]

এ সংকটপূর্ণ যুগে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল ঈমান ধ্বংসের বিপদ এবং সবচেয়ে বড় খিদমাত এই যে, এ ধরনের ফিতনাসমূহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। মওদূদী সাহেবের পুস্তকাদি, প্রবন্ধাবলী ও লেখনীসমূহের মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com

এমন ধরনের ভয়ঙ্কর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান যদ্বারা নিয়মানুসারে ইল্‌মে দীনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত নতুন বংশধর কেবল গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্টই হবে না বরং পরিষ্কার কুফ্‌রে পতিত হয়ে যাবে। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ (উর্দূ), সাহারানপুর ঃ কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা ঃ ৪]

শায়খুত তাফসীর আল্লামা আহমাদ আলী লাহোরী রাহ্.

[বিশ্ব বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী, বিশ্ব বরেণ্য আলিম ও যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কুরআন। সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।]

মওদূদীর কর্মসূচির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে ও তার রচনাবলী হতে যা প্রমাণিত হয় তা হল তিনি এক নতুন ইসলাম মুসলমানদের সম্মুখে পেশ করতে চান। মানুষ এ নতুন ইসলাম তখনই কবুল করবে যখন সনাতন ইসলামের প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করা যাবে এবং মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্ম নিবে যে, সাড়ে তেরশ বছর ধরে যে ইসলাম তারা বরণ করে আছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, আমলের অযোগ্য। তাই নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, যে ইসলাম মওদূদী উপস্থাপন করেছেন তার উপর আমল করতে হবে।

হে আল্লাহ্, আমার হৃদয়ের দুআ কবুল করুন। মওদূদীকে হিদায়াত দিন। তার অনুসারীদের এই নতুন ইসলাম থেকে তাওবা করার তাওফীক দিন। মুহাম্মাদী ইসলাম পুনরায় নসীব করুন। আমীন। [আল্লামা আহমাদ আলী লাহোরী রাহ্., হক পরস্‌ত্ উলামা কী মওদূদী সাহেব সে না রাযেগী কে আসবাব (উর্দূ), পৃষ্ঠা ঃ ৪]

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[প্রথিত যশা ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্ব বরেণ্য আলিম ও পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুফতী। বিখ্যাত 'আহসানুল ফাতাওয়া'সহ বহু কিতাবের প্রণেতা। সাবেক মুহতামিম, আশরাফুল মাদারিস নাজিমাবাদ। সাবেক শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম করাচী]

১. জামায়াতে ইসলামী আহ্‌লুস সুন্নাত বহির্ভূত এবং নিজস্ব নির্ধারিত আকাইদ দ্বারা সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক একটা ফিরকা।
২. তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা জায়িয নয়।
৩. তাদের সাথে আত্মীয়তা করা বৈধ নয়।

www.BANGLAKITAB.com

৪. এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো জায়িয নয়।

যদি কোন মাসজিদে এ আকীদার ইমাম থাকে তবে তাকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর ফরয। মসজিদ কমিটি যদি এ ইমাম বদলাতে রাযি না হয় তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর ফরয হবে এ কমিটি বর্জন করে অপর বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা। [মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্., আহ্সানুল ফাতাওয়া (উর্দূ), প্রথম খণ্ড, দিল্লী ঃ বাংলা ইসলামিক একাডেমি, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৯৮ ঈসায়ী, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৯]

মাওলানা আব্দুল হক রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

[সাবেক আমীর, তাবলীগ জামাআত পশ্চিমবঙ্গ। প্রাক্তন সভাপতি, দ্বীনী শিক্ষা বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ।]

জামায়াতে ইসলামী ইতিহাসে একটা জঘন্যতম ফিতনা। এর মধ্যে একাধারে খারিজী, রাফিযী, সাবায়ী প্রভৃতি ফিতনা এবং বাতিল ভাবধারার সমাবেশ রয়েছে। এটা কাদিয়ানী ফিতনা অপেক্ষাও মারাত্মক, সূক্ষ্মদর্শী আলিম-উলামা ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে এর মারাত্মকতা ধরতে পারা কঠিন। এটা একটা নতুন ধর্ম, ইসলামের নামে একটা ইসলামদ্রোহী অভিযান। এদের সংস্পর্শ এবং বইপত্র পাঠ ঈমান ও ইসলামের পক্ষে সর্বনাশা ইত্যাদি মর্মে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হাক্কানী আলিম-উলামা, যুগবরেণ্য মনীষীগণ এবং শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে মন্তব্য করেছেন এবং যার কিছু কিছু 'ইনসানিয়াত' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। এ গুমরাহ্ জামায়াত সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া এবং নিজেদের ঈমান-ইসলাম রক্ষার্থে এদের বইপত্র পাঠ ও সংস্রব হতে দূরে থাকতে সকলকে আবেদন জানানো আমার ধর্মীয় কর্তব্য মনে করছি। [আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির রাহ্., ইসলামের নামে একটি নূতন ধর্ম, কলিকাতা ঃ মদনী মিশন বুক ডিপো, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭৫ ইংরেজি, পৃষ্ঠা ঃ ১১৮-১১৯]

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

মধুর নামে বিষ

জনৈক ভদ্রলোক পরোপকার এবং লোক সেবার নামে সকলের বাড়িতে সকলে যাতে অতি সহজে সুমিষ্ট ফল খেতে পারে সেজন্য সকলকে বললেন যে, আমি তোমাদের বাড়িতে সুমিষ্ট লেংড়া আমের বীজ লাগিয়ে গেলাম। আসলে ঐ

www.BANGLAKITAB.com

ফলটি ছিল তিক্ত-বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল, লেংড়া আম নয়। কিন্তু আমার মত স্থূলদর্শী অজ্ঞ যারা তারা মনে করল যে খুব ভাল হল, আমরা সহজে সুমিষ্ট লেংড়া আমের ফল খেতে পারব। ঐ ভদ্রলোক দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন ঃ

১. আল্লাহ্‌র রাসূল ব্যতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাউকেও মানা যাবে না।
২. আল্লাহ্‌র রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকেও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাবে না।
৩. রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কারো যিহ্‌নী গুলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে না। (দস্তূরে জামায়াতে ইসলামী)

কথা কটি কত সুন্দর! আমরা মনে করলাম শির্‌ক-বিদআতের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল, তাওহীদের আলোকে জগত আলোকিত হয়ে উঠল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ বুঝলেন মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা-প্রশাখা, ফুল-পাতা ছাড়ল তখন আমরা যারা স্থূলদর্শী ছিলাম তারাও বুঝলাম এ তো লেংড়া আম নয়, এটা তিক্ত বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল। বিষবৃক্ষও সাধারণ বিষবৃক্ষ নয়, যা মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে, বরং এটা এমন বিষবৃক্ষ যাতে মানুষের রূহানী জিন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে।

সেই বিষবৃক্ষ কি? সেই বিষবৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পণে সাহাবায়ে কিরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে দেয়া। আর সাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কুরআন-হাদীস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কুরআন-হাদীস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হওয়া। এজন্যই এ বিষবৃক্ষকে মূল ঈমান ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। এজন্যই সমস্ত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন ও সমস্ত আইম্মায়ে বুযুর্গানে দ্বীনের তরফ হতে এ বিষয় আকীদা-ঈমানের বিশেষ অঙ্গরূপে লেখা রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিন্দুমাত্র সুহ্‌বতও যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কারো (নিম্নতম একজনেরও) গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচার্চা আমরা করব না।" এটা আমাদের ঈমান ও ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

সমস্ত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার কিতাব সর্বমান্য 'শরহে আকীদাতুত তাহাবী'র ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইজমায়ী আকীদা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, "আমাদের উপর ওয়াজিব আমরা কোন একজন সাহাবীরও গুণচর্চা ব্যতীত

www.BANGLAKITAB.com

দোষচর্চা না করি, কারণ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং মুহাব্বাত রাখা আমাদের ধর্মের ও ঈমানের প্রধান অঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রধান জরিয়া (অবলম্বন)।" [মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ ঃ জুন ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৬-১৮]

[অতঃপর সর্বশ্রেণীর সাহাবার উপর মওদূদীর জঘন্য হামলার দীর্ঘ পর্যালোচনা পূর্বক বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তা খণ্ডন করে লেখেন]

আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যা

মওদূদী সাহেব তার 'খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত' কিতাবের শেষ ভাগে আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যাও দান করেছেন যা দেখলে প্রত্যেকটি ঈমানদার মুসলমানের অন্তর আরো অধিক ব্যথিত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়, কেননা এখানেও তিনি তিন প্রকারের ভুল করেছেন ঃ

প্রথম ভুল

যেগুলো সাহাবায়ে কিরামের ভুল নয় বরং গুণেরই সমাবেশ সেগুলোকে তিনি ইসলামদ্রোহীদের লেখার ভিত্তিতে ভুল বলে প্রমাণ করতে অপচেষ্টা করে সেই ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে লওয়াকেই গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ভুল

পরিশিষ্টে দ্বিতীয় ভুল মওদূদী সাহেব এই করেছেন যে, তিনি মিথ্যা রাবীদের মিথ্যা জাল বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের মিথ্যা দাবীর সাফাই গাইতে হাস্যকর চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় ভুল

পরিশিষ্টে তৃতীয় ভুল এই করেছেন যে, যেখানেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের শানে গোস্তাখী এবং শালীনতা বিবর্জিত বাক্য জোরের সাথে ব্যবহার করার দুঃসাহস করেছেন তার শুরুতেই তিনি উক্ত সাহাবী সম্পর্কে বড় বড় সম্মানসূচক বুলি আওড়িয়ে পরক্ষণেই নিজের ভেতরকার কুৎসিত রূপের দ্বারা কদর্যভাবে তাঁদের উপর আক্রমণাত্মক কটাক্ষ করেছেন, এভাবে মওদূদী সাহেব সাধারণ পাঠকদিগকেও মস্ত বড় ধোঁকা দিতে অপপ্রয়াস করেছেন। [মাওলানা

www.BANGLAKITAB.com

শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ ঃ জুন ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১১৯-১২০]

এখন রয়ে গেছে একটি প্রশ্ন

মওদূদী সাহেব যদি এ ভুলগুলো সংশোধন করে ঘোষণা দিয়ে না দেন তবে মওদূদী সাহেবের দ্বারা পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা জায়িয হবে কি না?

উত্তর

যাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী জামায়াতের মূলনীতিতে এ ঘোষণা দিয়ে না দিবেন যে, "আমরা মওদূদী সাহেবের ঐ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করেছি" তাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়িয হবে না। যারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চায় লিপ্ত তারা যে কেউই হন না কেন, তাদেরকে ইমাম বানিয়ে পেছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়িয হবে না। কারণ, যেহেতু তারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চার কারণে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হতে খারিয হয়ে গেছে।

গুনাহ্র কাজ হতে তাওবা করার নিয়ম এই যে, হাদীস শরীফে এসেছে, "গোপন পাপের তাওবা গোপনভাবে, প্রকাশ্য পাপের তাওবা প্রকাশ্যভাবে করতে হবে।" যে কেউ কোন একজন সাহাবীর মিথ্যা দোষচর্চা করেছেন, তার অবশ্য উপরোক্ত নিয়মে তাওবা করতে হবে। [মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ ঃ জুন ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১২৪]

আকাবিরে উম্মাতের সর্বসম্মত ফাতওয়া

[১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দিল্লীস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উলামা-মাশাইখের সম্মেলনে মওদূদী ও তার মতবাদ সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে উপস্থিত আলিমগণের মধ্যে অন্যতম হলেন ১. মুফতী কিফায়াতুল্লাহ্ রাহ্., ২. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্., ৩. হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব রাহ্., সাবেক মুহ্তামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ, ৪. মাওলানা আব্দুল লতীফ রাহ্., সাবেক মুহ্তামিম, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ৫. মাওলানা হাফিয যাকারিয়া রাহ্., শায়খুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ৬. মুফতী সাঈদ আহমাদ রাহ্., মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ৭. আল্লামা সাঈদ

www.BANGLAKITAB.com

আহমাদ দেহলবী রাহ্., ৮. শায়খুল আদব ইযায আলী রাহ্., দারুল উলূম দেওবন্দ, ৯. মওলানা হাবীবুর রাহমান লুধিয়ানবী রাহ্., ১০. আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মাদ মিয়া রাহ্. প্রমুখ।]

মওদূদী ও 'জামায়াতে ইসলামী'র সাহিত্য সাধারণ মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, হিদায়াতের ইমামগণের অনুসরণ থেকে স্বাধীন ও সম্পর্কহীন করে দেয় যা তাদের জন্য ধ্বংস ও গুমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। দ্বীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী মানুষের জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য তাতে শিথিলতা এসে যায়। এছাড়াও মওদূদীর অনেক গবেষণা, তথ্য সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং তার চিন্তা-চেতনা থেকে নতুন আঙ্গীকে আরেক ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে যা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য অনিবার্য ক্ষতিকর। এ কারণেই আমরা তার চিন্তা-চেতনার দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে ভ্রান্ত ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। এর সাথে আমাদের সকলের সম্পর্কহীনতারও ঘোষণা দিচ্ছি। [মাসিক দারুল উলূম (উর্দূ), যীকা'দা ১৩৭০ হিজরী; দৈনিক আল-জমিয়ত (উর্দূ), ৩ আগস্ট ১৯৫১ ঈসায়ী]

তানযীমে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ

[সংগঠনটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ৬১৭ জন আলিম মওদূদী ও তার মতবাদে বিশ্বাসী 'জামায়াতে ইসলামী' সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পেশ করেন]

মওদূদীপন্থী জামায়াতে ইসলামী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত একটা গোমরাহ্ ফিরকা। এ গোমরাহ্ ফিরকায় যোগদান করা, সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন করা এবং ইমাম নিযুক্ত করা, এদের সাথে আত্মীয়তা করা, এদেরকে ইসলামের নামে ভোট দেয়া বা ভোট দেয়ার সমর্থনে কথা বলা শরীআতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয। ... ... এই মতবাদের ধারক-বাহক ও এদের সাথে সম্পর্কিত সকল সহযোগী শক্তি হকপন্থী উলামা-মাশায়িখে কিরামের দৃষ্টিতে গোমরাহ্ এবং তারা মারাত্মক প্রতারণার শিকার।" (উলামা-মাশায়েখের আহ্বান ঃ মওদূদীপন্থী জামাত-শিবির ফিতনা থেকে সতর্ক থাকুন, প্রকাশক ঃ আল্লামা শামসুদ্দীন কাসিমী রাহ্. ও মাওলানা নূর হুসাইন কাসিমী, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭-৩৯)

www.BANGLAKITAB.com

আরো যেসব বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কিরাম মওদূদী ফিতনা সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ

০১. **হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০২. **শায়খুল আদব এ'যায আলী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৩. **আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৪. **আল্লামা সায়ীদ আহমদ শায়খে হাইলাকান্দী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৫. **আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৬. **আল্লামা মানযূর নুমানী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৭. **ফিদায়ে মিল্লাত সায়্যিদ আস্আদ মাদানী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৮. **ফখ্রে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৯. **মাওলানা আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১০. **মাওলানা আব্দুল মতীন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ্.**
১১. **মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১২. **মাওলানা বশীর আহমাদ শায়খে বাঘা** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৩. **আল্লামা শফীকুল হক আকুনী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৪. **মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৫. **শায়খ আব্দুল্লাহ্ হরিপুরী** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৬. **মুফতী নূরুল হক শায়খে জকিগঞ্জী** দামাত বারাকাতুহুম
১৭. **মুফতী সায়ীদ আহমদ পালনপুরী** দামাত বারাকাতুহুম
১৮. **মুফতী তাকী উসমানী** দামাত বারাকাতুহুম
১৯. **মাওলানা উবাইদুল হক** রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি, সাবেক খতীব, বায়তুল মুকার্‌রাম, ঢাকা।
২০. **মাওলানা আহমাদ শফী** দামাত বারাকাতুহুম, মুহ্তামিম, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম।

টীকা ঃ ১. শীআ'র কয়েকটি মৌলিক আকীদা

বার ইমামে বিশ্বাস ঃ শীআ সম্প্রদায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী ১২ জন ব্যক্তিকে ইমাম বলে বিশ্বাস করে, আর এ বিশ্বাস তাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইমামগণ রাসূল ও নিষ্পাপ ছিলেন। এমনকি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর ঈমান আনা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও ওয়াজিব ছিল। ইমামগণের মর্যাদা সম্পর্কে ইরানের শীআ বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ্ রূহুল্লাহ্ খোমেনী লিখেছেন, "আমাদের ধর্মীয় আকীদা এই যে, আমাদের বার ইমামের উচ্চ মর্যাদার স্তরে

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী কোন ফিরিশ্‌তা ও তাঁর প্রেরিত কোন রাসূল পৌঁছতে পারবেন না।" (আয়াতুল্লাহ্ রূহুল্লাহ্ খোমেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া) তিনি আরো লিখেছেন, "মৃত্যুর সময় শাহাদাতাইন ও বার ইমামের স্বীকারোক্তির তালকীন দেয়া মুস্তাহাব।" (আয়াতুল্লাহ্ রূহুল্লাহ্ খোমেনী, তাহরীরুল ওয়াসীলা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫)

কুরআন সম্পর্কে বিশ্বাস ঃ এ কুরআন আসল কুরআন নয়, বরং তা বিকৃত ও ভুল। সাহাবায়ে কিরাম বিশেষত আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের স্বার্থে তা বিকৃত করেছেন (নাঊযু বিল্লাহ্)। আসল কুরআন সতের হাজার আয়াতবিশিষ্ট যা আহ্‌লে বায়তের কাছে সংরক্ষিত ছিল। দ্বাদশ ইমাম এটা নিয়ে একটা গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামাতের পূর্বে তিনি তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। এছাড়া তারা তাদের ভ্রান্ত আকীদার পক্ষে দলীলস্বরূপ কুরআনের বেশ কয়েকটা আয়াতের অপব্যখ্যা করেছে। (উসূলে কাফী দ্রষ্টব্য)

সাহাবা বিদ্বেষ ঃ তাদের বিশ্বাস যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর চার জন সাহাবী ব্যতীত বাকি সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি প্রথম তিন খলীফা আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান এবং আম্মাজান আয়িশা ও হাফসা রাযিআল্লাহু আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মুনাফিক ছিলেন। তাদের কিতাবে আছে, "জাহান্নামে আগুনের একটা কূপ আছে। এর মধ্যে আগুনের একটা বাক্স আছে। জাহান্নামীগণ এর তাপ থেকে পানাহ্ চায়। ঐ বাক্সে বার ব্যক্তি বন্দি আছে। ছয় জন পূর্ববর্তী উম্মাতের, আর বাকি ছয় জন এ উম্মাতের। পূর্ববর্তী উম্মাতের ছয় জন হল কাবীল, নমরূদ, ফিরআউন, সালেহ্ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীর ঘাতক ও বনী ইসরাঈলের দু'জন এবং এ উম্মাতের ছয় জন হচ্ছে (নাঊযু বিল্লাহ্) আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান, মুআবিয়া, নাহ্‌রাওয়ান ও ইবনে মুলজিম।" (মুহাম্মাদ বাকির মজলিসী, হাক্কুল ইয়াকীন, তেহরান ঃ ইনতেশারাতে কায়িম, পৃষ্ঠা ঃ ৫০৩)

www.BANGLAKITAB.com

মওদূদী চিন্তাধারার ভ্রান্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন আরবী ও উর্দূ ভাষায় রচিত কিতাবাদি

০১. আল উস্তাযুল মওদূদী
আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০২. ফিতনায়ে মওদূদিয়্যাত
শায়খুল হাদীস মুহাম্মাদ যাকারিয়া রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০৩. মওদূদী দস্তূর আওর আকাইদ কী হাকীকত
শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.

০৪. ঈমান ওয়া আমাল
শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.

০৫. মাকতূবে হিদায়াত
শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.

০৬. আসরে হাযির মেঁ দীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ
আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ্.

০৭. মাওলানা মওদূদী কে সাথ মেরী রিফাকত কী সারগুযাশ্ত
আল্লামা মানযূর নুমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০৮. আয়নায়ে তাহরীকে মওদূদিয়্যাত
মুফতী মাহদী হাসান রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০৯. তাবীর কী গালাতী
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান

১০. দীন কী সিয়াসী তাবীর
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান

১১. তাহ্রীকে জামায়াতে ইসলামী এক তাহ্কীকী মুতালায়া
ডক্টর ইসরার আহমাদ

১২. মাকামে সাহাবা
মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ শফী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

১৩. হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আওর তারীখী হাকায়িক
মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম

১৪. ফাতাওয়ায়ে মাহ্মূদিয়া, প্রথম খণ্ড
মুফতী মাহমূদ গাংগুহী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

১৫. আহ্সানুল ফাতাওয়া, প্রথম খণ্ড
মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

১৬. এখতেলাফে উম্মাত আওর সিরাতে মুস্তাকীম
মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

১৭. মওদূদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মেঁ
মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

মওদূদী চিন্তাধারার ভ্রান্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন বাংলা ভাষায় প্রণিত বইসমূহ

০১. মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
রচনায় ঃ আল্লামা মানযূর নুমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
ভাষান্তরে ঃ মাওলানা নূরুল কবীর আনসারী

০২. জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও মওদূদী আকীদার স্বরূপ
মূল ঃ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.
ভাষান্তরে ঃ আবূ সাবির মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্

০৩. ঈমানের আলোকে নবী ও সাহাবী
আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দামাত বারাকাতুহুম

০৪. ভ্রান্তির ধূম্রজালে ইসলাম
মূল ঃ মুফতী নূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম
অনুবাদ ঃ তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী

০৫. সাহাবাদের মান
আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০৬. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রা.
মূল ঃ মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, সাবেক বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান।
অনুবাদ ঃ আবু তাহের মেসবাহ্

০৭. ভুল সংশোধন
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

০৮. সত্যের মাপকাঠি
মাওলানা আব্দুল মতীন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ্.

০৯. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা
মূল ঃ আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ্.
অনুবাদ ঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ্ ফারূক

১০. উলামা-মাশাইখের দৃষ্টিতে মওদূদী ও মওদূদীবাদ
মূল ঃ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ ঃ মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া

১১. মওদূদীবাদের স্বরূপ সন্ধানে
মূল ঃ মুফতী মাহমূদ গাংগুহী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ ঃ নাসীম আরাফাত ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ মূসা

১২. মওদূদী সাহেব ও ইসলাম
মূল ঃ মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুজীবুর রহমান চাঁদপুরী